आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No._____

दिनांक/Date._____

চতুর্থ বার্তালাপ

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

১০ জুলাই ২০২০

এবার আমার চতুর্থ বার্তালাপ। এই ধারাবাহিক বার্তালাপ-পর্যায়ে আমার লক্ষ্য হল এটা বোঝবার চেষ্টা করা যে, এমন ঋদ্ধ উত্তরাধিকার এবং এত ভাল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী থাকা সত্ত্বেও কেন বিশ্বভারতীর অধোগতি কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না। এ এমন এক ট্র্যাজেডি যা শুধু ক্যাম্পাসের খবর উপরে-উপরে জেনে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এখানে আমি ২০১৯ সালের 'বসন্তোৎসব'-এর প্রসঙ্গ বিশেষ করে উল্লেখ করব যা বিশৃঙ্খলার কারণে সংবাদমাধ্যমের প্রচারের আলোয় চলে আসে। মার্চ ২০১৯-এর 'বসন্তোৎসব'-এর দিন নৃত্যানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর এই বিশৃঙ্খলা চরম আকার পেতে থাকে। বিশ্বভারতীতে অনেক অধ্যাপক আছেন যাঁরা তাঁদের মৌলিক গবেষণাকর্মের জন্য পরিচিত; এবং প্রত্যেক বিভাগেই যথেষ্ট উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রী আছেন। সম্ভবত, এই মেধার পরিপালন যথাযথ না হওয়ার কারণেই বিশ্বভারতী 'ন্যাক' এবং এনআরআইএফ-এর উৎকর্ষ তালিকায় পিছিয়ে পড়ছে। আমি সবসময়ই বলে থাকি, এসব কথা বলে দায় এড়িয়ে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার সহমর্মী সহকর্মী এবং বিশ্বভারতীর ভালমন্দের মরমি শরিকবন্ধুদের সঙ্গে আমিও এই দায় কাঁধে নিতে রাজি আছি। কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার কারণ হল আমাদের এই বিশ্বভারতী-পরিবারের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এমন কতিপয় ব্যক্তি আছেন যাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শ চরিতার্থ করবার জন্য নিয়ত বিশ্বভারতীর নিন্দেমন্দ করে চলেছেন!

মজার ব্যাপারটা হল, একটা সমৃদ্ধ বিশ্বভারতীর উপরই কিন্তু বিশ্বভারতী এবং তার পরিপার্শ্বের অর্থনীতির অস্তিত্ব ও বিকাশ নির্ভর করছে! গত ৪ জুলাই ২০২০ তারিখ আমার তৃতীয় বার্তালাপে উল্লেখ করছিলাম পৌষমেলা ও পৌষ-উৎসব এবং বসন্তোৎসব হল বিশ্বভারতীর দুটি অনন্য উৎসব যাতে আকৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর নানাপ্রান্তের মানুষ শান্তিনিকেতনে আসেন। বছরে এই দুটি মহাপার্বণের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে সারাবছরই ভ্রমণার্থী-প্রবাহ চলতে থাকে বোলপুরে।

তার থেকে প্রদর্শশালা ও আতিথেয়তা বাবদ একটা নির্দিষ্ট আয়সহ গোটা শান্তিনিকেতনরই একটা ব্যবসায়িক উপার্জন হয়।

গত বার্তালাপ ছিল পৌষমেলা নিয়ে যা দুঃখজনকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক আইনগত ও অর্থনৈতিক জটাজালে জড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কেবল জাতীয় পরিবেশ আদালতের কঠোর নির্দেশাবলিই অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এরফলে আমাদের যে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে (মেলা আয়োজন করে একপক্ষ আর ব্যাবসা করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা!) তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই বার্তালাপ অন্য মহাপার্বণ 'বসন্তোৎসব' নিয়ে।

ইতিহাসের পাতা উলটে দেখলে জানা যায়, প্রাথমিকভাবে 'বসন্তোৎসব' ছিল বসন্তঋতু উদ্‌যাপনের উৎসব যা আশ্রমিকরা আয়োজন করতেন একটি নতুন ঋতুকে স্বাগত জানাবার জন্য। কীভাবে এই উৎসবের সূচনা হল সেই ইতিহাসের উল্লেখ না করে এটা বলাই হয়তো যথেষ্ট যে দোলপূর্ণিমার দিন(হোলির দিন)-ই যে এই উৎসব করতে হবে এমন কথা তখন ভাবা হয়নি। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে উৎসব প্রবর্তন হওয়ার আগে আশ্রমিকরা দোলের দিন আবির-গুলাল খেলতেন বলে জানা যায়। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ স্মৃতিচারণ করে একজায়গায় বলেছেন, ১৯৩১ সালে তিনি এবং কলাভবনের ছাত্র বনবিহারী ঘোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই উদ্‌যাপন-অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন; এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তার প্রশংসা করেন। 'বসন্তোৎসব'-এর সঙ্গে নৃত্যানুষঙ্গের সেই হল সূচনা। ওই স্মৃতিচারণেই শান্তিদেব ঘোষ বলেন, দোল-উৎসবের নামে কারোর গায়ে কাদাপাঁক লেপন বা কালি ছুড়ে দেওয়ার মতো অসভ্যতা গুরুদেব কখনও অনুমোদন করেননি। এরথেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দোল-উৎসবের নামে রুচিহীন কোনও কাজের তীব্র বিরোধী ছিলেন গুরুদেব। সেইজন্যই উৎসবের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা নিয়ে আসার অভিপ্রায়ে গুরুদেব স্বয়ং উৎসবের একটা সুশৃঙ্খল চরিত্র ও বিধি নির্ধারণ করে দেন। ১৯৩৮ সালে আশ্রমের প্রভাতী বৈতালিকের সময় একটি ছাত্রের অভব্য আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম একটি বিরক্তিপূর্ণ মন্তব্য পাওয়া যায় যে, 'উপভোগের অসংযমের কারণে যে আচরণের শৈথিল্যের প্রকাশ পায় তা শুধু আমাদের লজ্জিতই করে না, তা উৎসবের স্বর্গীয় আনন্দ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে।'

উপাচার্য অম্লান দত্তের কার্যকালে ১৯৮২ সাল নাগাদ উৎসবের ব্যাপক অধঃপাত হতে থাকে। সেইসময় উৎসবে আগত দর্শকদের অনেকে আম্রকুঞ্জের আমগাছে চড়ে বসে থাকত! সেসময়ই একবার আমের ডাল ভেঙে পড়ে বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত হয়; এবং বেশ কয়েকজন আহতও হয়। শুধু তাই নয়, উৎসবে অংশগ্রহণকারী এবং দর্শনার্থীদের সঙ্গে চরম অভব্য আচরণ করে এই বিশৃঙ্খল জনপিণ্ড। বিশ্বভারতীর পক্ষে একান্ত মর্যাদাহানিকর এইসব অবাঞ্ছিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই 'উৎসব' সেসময় বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অধ্যাপক দত্ত। ১ মার্চ ১৯৮২ 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা সেসময়ের আশ্রমের মানসিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে খুব স্পষ্ট করেই লেখে, 'হোলি উপলক্ষে গতবছর ফূর্তিবাজ জনতা যে অশোভন আচরণ করেছিল, তারই ফলে বিশ্বভারতীর শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন কর্মিমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নেন যে হোলির দিনে অনুষ্ঠিত এই উৎসব থেকে তাঁরা নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবেন।' এরপর সেবছর একটা 'সংক্ষিপ্ত বসন্তোৎসব'-এর আয়োজন করা হয়েছিল।

বিশ্বভারতী-পরিবারের সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ২০১৯-এর 'বসন্তোৎসব' আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করলাম। উত্তাল জনসমুদ্রের মতো আগত দর্শনার্থী ও অংশগ্রহণকারীদের স্থান-সংকুলানের জন্য আশ্রমমাঠে আয়োজিত হল উৎসব। দোলপূর্ণিমার দিনই অনুষ্ঠিত হয়েছিল উৎসব; এবং দেশের নানাপ্রান্ত থেকে জনস্রোতের ধারা নেমে এল বোলপুরে, আশ্রমে। সুষ্ঠুভাবে উৎসব সম্পন্ন করার জন্য আমরা যথারীতি পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কয়েকদফা মিটিং করলাম। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের যাবতীয় নির্দেশিকা বিশ্বভারতী অনুসরণ করল। আমরা কয়েক লাখ টাকা খরচও করলাম, যদিও এরথেকে কোনও আয়ের সংস্থানই ছিল না। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ কিংবা মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক কোনও অর্থ মঞ্জুর করে না বলে নিরুপায় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতের বরাদ্দের উপর নির্ভর করেই আমাদের এই উৎসবের আর্থিক দায় পরিপোষণ করে যেতে হয়।

পুলিশের হিসাবমতো ২,৫০০০০-এর বেশি মানুষ সেবার উৎসব উপলক্ষে সমবেত হয় যার স্থান-সংকুলান করার মতো পর্যাপ্ত পরিসর ওই ছোট মাঠের নেই। ফলে যা অনিবার্য ছিল তাই ঘটল, বোলপুর শহর থেকে শুরু করে এলাকার সব রাস্তা তীব্র যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। সম্ভবত সম্ভাব্য ভিড়ের হিসাবে ভুলচুক হওয়ার কারণেই তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আবার এক বিশৃঙ্খলা! যেহেতু সবাই অনুষ্ঠানস্থল থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন সেজন্য ভিড়নিয়ন্ত্রণ ছিল একেবারেই অসম্ভব! সেইসঙ্গে বেমক্কা জনস্রোতের উত্তাল আঘাতে পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও ছিল খুব প্রবল। যাঁরা অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে পড়ে কয়েকগজও এগোতে পারলেন না; এবং ফলত কেউ ট্রেন ধরতে পারলেন না, কেউ আশ্রম বা তার আশপাশে তাঁদের বাড়ি পৌঁছতে পারলেন না সময়মতো। অনেকেই পুলিশ এবং প্রশাসনকে আপৎকালীন বার্তা পাঠিয়ে শিশু ও বৃদ্ধদের উদ্ধার করার অনুরোধ জানালেন। গোটা আশ্রম চোখের সামনে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে দেখল, এবং প্রত্যক্ষ করল মানুষের প্রতি প্রশাসনের ন্যূনতম দায়বোধের শোচনীয় অপারগতা! এমন অভিযোগ শোনা গেল যে মহিলাদের উপর এই সুযোগে শারীরিক উৎপীড়নের ঘটনাও ঘটেছে। অনেক মহিলা অভিযোগকারী এও বলেছেন যে তাঁরা এই উৎপীড়ন সইতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন; পাছে তাঁদের উপর আরও সাংঘাতিক কোনও শারীরিক আঘাত নেমে আসে! যাঁরা ফেসবুকে সেদিনের দুর্দশার ছবি দেখেছেন তাঁরা জানেন সেদিন মহিলাদের কী সাংঘাতিক ভয় এবং উদ্বেগে ওইসময়টা কেটেছে!

সেদিন যথেষ্ট গরম ছিল। দর্শনার্থীদের অনেকেই তৃষ্ণায় কষ্ট পেয়েছেন যেহেতু জলের বোতল নিয়ে তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিশ্বভারতী প্রশাসনের ধারণার অতীত ছিল ওই ভিড়। ফলে অংশগ্রহণকারী ও সাধারণ দর্শকদের জন্য মজুত জলের পাউচ দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়, কিন্তু সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য অনুষ্ঠানস্থলের অদূরে প্রস্তুত রাখা ছিল জলের ট্যাংকের। সেই জলের ট্যাংকও নিঃশেষিত হয়ে যায় অচিরেই। এটা বিশেষ করে উল্লেখ করা দরকার যে অনুষ্ঠানস্থলে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে জলের প্লাস্টিক পাউচ সরবরাহ করার 'অপরাধ'-এ একজন স্বঘোষিত পরিবেশবিদ্ জাতীয় পরিবেশ আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন; এমনকি বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন! নিরপরাধ হয়েও যে-জন্য বিশ্বভারতীকে সেই মামলা বাবদ এখনও অর্থক্ষয় করে যেতে হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এবং দর্শনার্থী আমাদের ছাত্রীদেরও শারীরিকভাবে উৎপীড়ন ও হেনস্থার শিকার হতে হয়। বহিরাগত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব কল্পনারও বাইরে চলে যায় আমাদের ছাত্রীনিবাস প্রতিমা হস্টেলের কাছে। আমাদের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার আগে সেই দুষ্কৃতীদের আকস্মিক উন্মত্ততা সইতে হয় আমাদের ছাত্রীদের। বেলা ১০টার মধ্যে সকালের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সন্ধে পর্যন্ত বোলপুর শহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে যায়। এখানে যে কথাটা বলতে চাওয়া হচ্ছে তা এই যে, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন বা বিশ্বভারতী-নিরাপত্তা বিভাগ— কেউই এই উৎসবের উত্তাল জনস্রোত সামাল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পারঙ্গম নয়। বিশ্বভারতী সত্যিই অসহায়!

১। 'বসন্তোৎসব' শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর আর কোন সাংঘাতিক ঘটনা আমাদের(প্রশাসন, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষাকর্মী) উদ্বিগ্ন করে তুলল? উৎসব শেষে আমরা যখন আশ্রমমাঠ পরিষ্কার করার ডাক দিলাম; এবং শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী, পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের বাচ্চারা এবং এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীরা মিলে মাঠ পরিষ্কার করতে গেলাম তখন ৩৫ ব্যাগ মদের বোতল উদ্ধার হল! আমি বোতলের সংখ্যাটা এখানে উল্লেখ করলাম এটা বোঝাতে যে, বাইরে থেকে আসা ট্যুরিস্টরা তার মানে এই পরিমাণ মদ্যপান করেছিল সেদিন অনুষ্ঠান চলাকালে, যা তাদের বেয়াদব ব্যবহারের একটা কার্য-কারণ সূত্র হতে পারে!

২। পরিষ্কার করতে গিয়ে আমরা খাবারের উচ্ছিষ্ট দেখতে পেলাম, যা থেকে বোঝা যায় অনুষ্ঠান দেখতে যারা এসেছিল তারা পুরোদিন কাটিয়ে যাবার পূর্বপ্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল বলে তারা মধ্যাহ্নভোজন পর্বটিও সেরেছিল ওই আশ্রমমাঠেই। এমনকি এটা আবিষ্কার করে আমরা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম যে উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণার মধ্যে আমিষ খাবারের (ছাগল ও মুরগির মাংসের হাড়গোড়) ছড়াছড়ি ছিল, যা আশ্রমচত্বরের মধ্যে ভোজন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

৩। এই উচ্ছিষ্ট খাদ্যাখাদ্য বা সর্বত্র রাশিরাশি প্লাস্টিক বোতল ছড়িয়ে পড়ে থাকা তো বটেই, তাছাড়াও বোঝা গেল দর্শকরা মাঠটিকে উন্মুক্ত শৌচালয় বানিয়ে ফেলে তাকে মলিনতর করে তুলেছে! এমনকি আমাদের মানববর্জ্যও সেদিন পরিষ্কার করতে হয়েছে!

৪। একনাগাড়ে চারঘন্টা পরিষ্কার করার পর তবে আশ্রমমাঠকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা একটা মিটিঙে স্থির করেছিলাম যে এখন থেকে আমরা আর 'বসন্তোৎসব' পালন করতে যাব না। বিশ্বভারতী সংসদ(কোর্ট) তথা রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ ড.স্বপন দাশগুপ্তকে বিষয়টি জানানো হলে তিনিও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন কেননা বিশ্বভারতী এমন বিপুল আয়তনের কোনও অনুষ্ঠান-পরিচালনার সংস্থা নয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এমন প্রকাণ্ড আকারের কোনও অনুষ্ঠান পরিচালনা সম্ভবও নয়। তিনি রাজ্যসভায় প্রসঙ্গটির অবতারণা করেন। তবু আমরা চেয়েছিলাম ছোট করে হলেও দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই অনুষ্ঠান-উদ্‌যাপনে ছেদ না ফেলতে। আমরা আরেকটা মিটিঙে সিদ্ধান্ত নিই, যদি সম্ভব হয়, আশ্রমিক ঐতিহ্য যথাযথ অনুসরণ করেই ফেব্রুয়ারি-মার্চের কোনও পূর্ণিমাতিথিতে 'বসন্তোৎসব' পালন করব। সে কথা একবার চাউর হতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে উৎসব-পরিচালনায় নিরাপত্তা

ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয়, এবং দোলপূর্ণিমার দিনেই উৎসব আয়োজন করতে বলা হয়; যেহেতু এই উৎসব পশ্চিমবঙ্গের পালাপার্বণের মধ্যেও অন্যতম। বিশ্বভারতী এই প্রস্তাবে সম্মত হয় কারণ 'বসন্তোৎসব'কে 'বসন্ত-তাণ্ডব' হয়ে-পড়া থেকে যে-কোনও মূল্যে রক্ষা করা আবশ্যক ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপের কারণে বিশ্বভারতীর পক্ষে উৎসব-আয়োজনে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ ৫ মার্চ ২০২০ তারিখের একটি চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ 'অনেক মানুষের জমায়েত হতে পারে'— এমন কোনও অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আয়োজন না করার নির্দেশ জারি করে। ভারাক্রান্ত মনে আমাদের উৎসব না করার এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। অতিমারি-পরিস্থিতিতে এছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের সিদ্ধান্ত আমরা মেনে চলতে বাধ্যও বটে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে; বিশেষ করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীফিরহাদ হাকিম ও ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বাধীন বীরভূম জেলা-পুলিশ এবং জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় প্রশাসন ২০২০-র 'বসন্তোৎসব'-কে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য খুবই আন্তরিক প্রয়াস করেছিলেন।

আশাকরি, 'বসন্তোৎসব' সম্পর্কে প্রশাসন কোন পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত কেন নিতে বাধ্য হয়েছিল তা এখন আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। আমি বরাবরের মতো আপনাদের আবারও বলি নিরাপদ থাকুন এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে আন্তরিকভাবে সংযুক্ত থাকুন।

আস্থা রাখুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ১০/০৭/২০২০

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India